স্ত্রীর সাথে অবৈধ প্রেমিককে দেখে ফেলায় খুনের চেষ্টা, মৃত ১

মিলন পণ্ডা, ভূপতিনগর

মাত্র চার মাস আগে বিয়ে হয়েছে রিঙ্কির। কর্মসূত্রে স্বামী বিশ্বনাথকে কলকাতায় থাকতে হয়। সপ্তাহে একদিন কিংবা দুই দিন বাড়ি আসেন বিশ্বনাথ। এই সুযোগ নিয়েই প্রতিবেশি নাড়ুগোপাল জানা নব বিবাহিতা রিঙ্কির সাথে গড়ে তুলেছিল অবৈধ সম্পর্ক। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা বাড়ি ফিরে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে দুইজনকেই নৃশংসভাবে খুন চেষ্টা করল স্বামী বিশ্বনাথ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান প্রেমিক নাড়ুগোপালের মাথায় প্রথমে শিলনোড়া দিয়ে আঘাত করে বিশ্বনাথ। পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং স্ত্রী রিঙ্কির মাথায় শিলনড়া ঠুকে তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে বিশ্বনাথ। ঘটনাটিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ভূপতিনগর থানার পুলিশ খুনি বিশ্বনাথ হাতিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার মহিষদা গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ হাতি। বছর ২৬-এর যুবক বিশ্বনাথের প্রতিবেশী নাড়ুগোপাল জানা বিবাহিত। তার তিনটি কন্যা সন্তান আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকে বিশ্বনাথ হাতি। বাড়িতে অসুস্থ বাবা ও মা। চার মাস আগে ভূপতিনগর থানার ঘোলবাগান গ্রামের রিঙ্কির সঙ্গে বিশ্বানাথের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক দিন পরে কলকাতা চলে যায় এই যুবক। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার-শনিবার বাড়ি আসত। অসুস্থ বাবা-মাকে দেখাশোনা করার জন্যে স্ত্রী রিঙ্কিকে গ্রামের বাড়িতেই রেখে গিয়েছিল এই যুবক। অভিযোগ এর সুযোগ নিয়েই প্রতিবেশী নাড়ুগোপাল ২২-২৩ বছর বয়সী মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

দিনই রাতে গোপনে রিঙ্কির রুমে এসে সারা রাত কাটিয়ে ভোররাতে বাড়ি ফিরে যেত নাড়ুগোপাল। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, স্ত্রীর সাথে প্রতিবেশী নাড়ুগোপালের এই অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার বিষয়টা কানাঘুষো জানতে পারে বিশ্বনাথও। তাই বৃহস্পতিবার আগাম না জানিয়ে রাতে বাড়িতে চলে আসে বিশ্বনাথ। নিজের রুমের মধ্যে স্ত্রী রিঙ্কি ও তার প্রেমিক প্রতিবেশি নাড়ুগোপাল জানাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে হাতেনাতে ধরে ফেলে বিশ্বনাথ। তার পরেই হাতের কাছে থাকা শিলনোড়া দিয়ে দুই জনের মাথায় সজোরে আঘাত করে এই যুবক। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুইজনেই। এইপরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নাড়ুগোপালকে আঘাত করে এই যুবক। রাতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় অধিবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। নাড়ুগোপাল ও রিঙ্কিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা এদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই নাড়ু গোপালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। রিঙ্কির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে তমলুক জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়ে ভূপতিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে রেখে গিয়েছিল এই যুবক। অভিযোগ এর সুযোগ বিশ্বনাথ হাতিকে আটক করে। এছাড়াও নাড়ুগোপালের

বাড়ি থেকে লুকিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘায় পালিয়ে আসা এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দিল দিঘা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ১০ বছরের নাবালিকা রুবিয়া সুলতানার বাড়ি হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার রামনহল খান পাড়ায়। শুক্রবার সকালে এই নাবালিকাকে নতুন দিঘার হাসপাতাল চত্বরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে উদ্ধার করে পুলিশ।

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রামনগর-২ দক্ষিণ মন্ডলের পর্যালোচনা ও সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছে পিছাবনির উৎসব ভবনে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি তপন মাইতি, জেলার সাধারণ সম্পাদক চন্দন দাস, মন্ডলের পর্যবেক্ষক রমাকান্ত প্রধান। প্রায় দুই শতাধিক কার্যকর্তা এই বৈঠকে উপস্থিত থেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামত, অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। ঘরোয়া ছোটখাটো সমস্যাগুলো যত তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায়, শাসকদলের বিরুদ্ধে লড়াইটা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক ও আইনগত দিকেও লড়া যায়, তার রূপরেখা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন জেলা সভাপতি তপন মাইতি।

অপহরণ কাণ্ডে গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরির এক নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগে অপরহরণকারী যুবক ও তার বাবাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার খেজুরি থানার পুলিশ উজ্জ্বল মাহাতো ও তার বাবা রহিম মাহাতোকে গ্রেফতারের পর শুক্রবার ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। দুইজনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার কেষ্টপুর এলাকায়। সেই সঙ্গে অপহৃতা ছাত্রীর গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করেন বিচারক। জানা গেছে, খেজুরির কাছে রাস্তার কাজে আসে উজ্জ্বল ও তার বাবা। সেই সূত্রে ছাত্রী সঙ্গে আলাপ হয় যায়। ২৪ আগস্ট খেজুরি টিকাশি গ্রামের এক নাবালিকাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে উজ্জ্বল। এরপর ছাত্রীর বাবা থানার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অপহরণকারী যুবকের বাড়ি থেকে অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং দুইজনকে গ্রেফতার করে।

হলদিয়া উন্নয়ন ব্লকে নতুন বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় পরপর মহকুমা শাসক ও বিডিও পরিবর্তন হল। সদ্য গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের রেশ কাটতে না কাটতেই এই প্রশাসনিক রদবদল। শুক্রবার হলদিয়া ব্লকের নতুন বিডিও হিসাবে কাজে যোগ দিলেন তুলিকা দত্ত ব্যানার্জি। তাঁকে তৃণমূলের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের থেকে এদিন বরণ করে নেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন যুথা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রদীপ্ত মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি খুকুমণি সাহু, জেলা পরিষদ সদস্য সোমনাথ ভুঁঞ্যা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যাসইফুল ইসলাম সহ আরও অনেকে।

ডাইনি সন্দেহে একঘরে হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার রাণীমাধবপুর গ্রামে বছর ৫৫ এক ব্যক্তি চৈতন্য মুর্মুকে ডাইনি সন্দেহের অপবাদ দিয়ে অত্যাচার ও তাঁকে মেরে ফেলার হুমকির অভিযোগ উঠেছে গ্রামেরই কয়েকজনের বিরুদ্ধে। গ্রামেরই সাতজনের নামে অভিযোগ জানিয়ে চন্দ্রকোণা ১নং ব্লকের বিডিও অভিষেক মিশ্রর দ্বারস্থ হয়েছেন চৈতন্য মুর্মু। এদের মদতেই নিজের স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকের মনেও ডাইনি বলে সন্দেহের বিষ ঢোকানো হয়েছে। ফলে এদের কথায় বিশ্বাস করে নিজের স্বামীর সঙ্গে অশান্তি শুরু করেছে স্ত্রী শিমতী মুর্মু সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনও। শাশুড়ি সোনামনি হাঁসদাও তার জামাইকে গ্রামের লোকের কথায় অত্যাচার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে এবং আলাদা থাকার নিদান দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন ধরেই চৈতন্য মুর্মুর স্ত্রী ও সন্তান অসুখে ভুগছে। স্ত্রীর অসুখের জেরে স্বাভাবিক আচরণ করছেন না তিনি। চিকিৎসাও করান চৈতন্যবাবু কিন্তু গ্রামেরই জ্যোতিরাম বাস্কে, লক্ষ্মী বাস্কে, টুনারাম টুডু, ধীরেন টুডু, পূর্ণিমা টুডুরা চৈতন্যবাবুর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেয় যে চৈতন্য মুর্মুকে ডাইনিতে ধরেছে এমনও নিদানও দেওয়া হয়। পাশের গ্রামের তাতালপুরের জ্যোতিষী উত্তম ঘোষ এবং রাণীগঞ্জ গ্রামের জ্যোতিষী চুসী সরেনের কাছে দেখানোর নিদান দেন গ্রামবাসীরা। এই দুই জ্যোতিষী চৈতন্যবাবুকে দেখে ডাইনি আখ্যা দেন এবং স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বলেন, চৈতন্যবাবুর জন্যই স্ত্রী ও সন্তান রোগে ভুগছে। চৈতন্যবাবুর থেকে তাঁদের দূরে থাকারও উপদেশ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এর জন্য ওই এলাকার আদিবাসী সমাজও চৈতন্যবাবুকে ডাইনি সন্দেহের চোখে দেখেন। বর্তমানে তিনি একা এবং এক ঘরে হয়ে পড়েছেন। অভিযোগকারীর স্ত্রী ও শাশুড়ি কাছে যাওয়ার কথা অকপট স্বীকার করে নিয়েছেন। পাশের গ্রামের অভিযুক্ত এক জ্যোতিষী ওরাঁকে ডানগুরু চুসী সরেন গণনার কথা অস্বীকার করেছেন।

পটাশপুরে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ পটাশপুরের ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল পটাশপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা হল সেক মনসুর ও সেক সাজুউদ্দিন। দুইজনের বাড়ি পটাশপুর থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পটাশপুরে মতিরামপুরে এক ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল কয়েকজন যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। শুক্রবার ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত শাবল, কাটারি ও চেন উদ্ধার করেছে।

বন্দর আবাসনের ছাদ ভেঙে আহত বধূ

দুর্গাপদ মিশ্র, হলদিয়া ঃ হলদিয়া বন্দর আবাসনের ছাদ ভেঙে গুরুতর আহত এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে হলদিয়া বন্দরের আবাসনে। আহত গৃহবধূর নাম আফসানা পারভিন। তিনি আহত অবস্থায় স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি আছেন। জানা গেছে, হলদিয়া বন্দরের এই আবাসনে পাঁচটি পরিবার ভাড়া থাকেন। এই আবাসনের বাসিন্দারাই জানান, দীর্ঘদিন ধরে আবাসনের পরিকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও আবাসন সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা তারা করেনি। তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা। স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সকালে আফসানা পারভিন রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। হঠাৎই মাথার ওপর থেকে ছাদের চাঙর ভেঙে তাঁর উপর পড়ে। গুরুতর আহত হন তিনি। পাশাপাশি রান্নাঘরের বিভিন্ন জিনিসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর চিৎকার শুনে আবাসনের অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত গৃহবধূর স্বামী আসাফুল ইসলাম জানান, বন্দরে কাজ করি। গত আট বছর ধরে হলদিয়া বন্দরের আবাসনেই ভাড়া থাকি। গত কয়েক বছর ধরে আবাসনের অবস্থা খুব খারাপ জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। এই ঘটনায় আবাসনের বাকি আবাসিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বন্দরের কোন আধিকারিক সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে রাজী নন।

মদ্যপ অবস্থায় সমুদ্রে, গ্রেফতার সাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মদ্যপ অবস্থায় দিঘার সমুদ্রে স্নান করেত নামায় সাত পর্যটককে গ্রেফতার করল পুলিশ। দিঘার ক্ষণিকা ঘাটে স্নান করতে নেমেছিল এই পর্যটকেরা। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে স্নান করতে নেমে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

শিকল বাঁধা ভরসাম্যহীনকে নিয়ে চাঞ্চল্য

প্রদীপ মাইতি, কাঁথি ঃ হঠাৎ এক মানসিক ভারসাম্যহীনকে দুপায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান কিছু স্থানীয়রা। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ওই শিকল বাঁধা পা নিয়ে অনাহারে কিছু খাবারের জন্য দোকানগুলোতে কষ্ট করে ঘুরে বেরাচ্ছে কিছু খাবারের আসায়। কেউ এগিয়ে এসে মুখে তুলে দেয়নি কিছু আহার। তার পরিবর্তে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ওই রোগীকে খাবারের বদলে তাঁর গায়ে ছোটাচ্ছে গরম জল আবার কেউ প্রহার করছে লাঠি দিয়ে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে মানবিকতার পরিচয় দেননি। তুলে দেননি কেউ এক মুঠো অন্ন। সমাজের মানুষের মধ্যে কি দয়া, মায়া এই জিনিস টা কি মুছে গেছে। একটা রোগীর পায়ে শিকল বাঁধা দেখেও তাঁর উপর অত্যাচার সত্যি ভাবতেও অবাক লাগে যে, এটাই কি সমাজ। কথায় আছে যার কেউ নেই তার ভগবান আছে। এই কথা অনেকে মানেন আবার অনেকেই হেসে উড়িয়ে দেন বিষয়টা। অবশ্য, এই বিষয়টা সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ মাইতি, উত্তম বারিক, বিশ্বজিৎ দত্ত, অনির্বাণ চক্রবর্তীরা দেখামাত্রই তাঁরা ওই গভীর রাতে তাঁকে নিউমার্কেট এলাকা থেকে উদ্ধার করে তিনি এই মানসিক ভারসাম্যহীন শিকল পড়া রোগীকে মুখে মাংস ও রুটি তুলে দেন সমাজকর্মীরা। অবশ্য ওই রোগীর পায়ে শিকল থাকার কারণে সে ঠিক ভাবে হাঁটতে পারছিলনা। খবর দেওয়া হয় কাঁথি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন পায়ে শিকল পড়া ওই রোগীকে থানায় নিয়ে যায়। জানা যায়, ওই রোগীর পায়ের শিকল পুলিশ কাটতে পারেনি। এই শিকল পড়া অবস্থায় তিনি থানায় বসেই রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, শক্তভাবে পরানো হয়েছে শিকলটি। পুরো মানসিক ভারসাম্যহীন নয় এই রোগীটি। ওই ব্যক্তির বাড়ি কাঁথি-১ ব্লকের নয়াপুট অঞ্চলের ভগুবসান গ্রামের বলে জানা গেছে প্রাথমিকভাবে। পুলিশ তাঁর পরিবারের প্রিয়জনদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, এই ব্যক্তি বেশ কিছুদিন কাঁথি শহরে ঘুরছিল।

এই শিকল পড়া ব্যক্তিকে ঘিরে শহরে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। তার পরিবারের প্রিয়জনেরা এলেই সব বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে এমনি মনে করছে কাঁথি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার রাতে কাঁথির সাংবাদিক রঞ্জন মহাপাত্রের হোয়াটস্ অ্যাপে পায়ে শেকল বাঁধা ব্যক্তির ছবি এসে পৌঁছায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ছবি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমস্যা প্রশাসনিক হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে অসহায় মানুষটিকে সহযোগিতা করার জন্যে আবেদন রেখে ছবি পোষ্ট করেন।

পাঁশকুড়ায় আত্মঘাতী বিয়েপাগল জিৎ

চন্দন বারিক, পাঁশকুড়া ঃ নাবালক নাতি বিয়ে পাগল। মামা বাড়ির দাদুকে গত কয়েক দিন ধরে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে চাপ দিচ্ছিল জিৎ পাঁকুড়িয়া (১৬) নামের এই নাবালক। নাবালক নাতিকে বিয়ে দিলে যে জেল হাজতবাস করতে হবে জানেন দাদু ভক্তি পাত্র ও তাঁদের বাড়ির লোকজনেরা। তাছাড়া এটা বেআইনি কাজ। তাই কোন ভাবেই রাজি হননি পরিবারের লোকেরা। আর তার জেরেই সেই অভিমানে আত্মঘাতী জিৎ। শুক্রবার ঘটনাটা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় পাঁশকুড়া থানার মেচোগ্রামে। ঘরের মধ্যেই জিতের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠায় পাঁশকুড়া থানা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, জিৎ চার মাস বয়স থেকেই দাদু ভক্তি পাত্রের কাছে থাকত। দুজনে একসাথেই পাঁশকুড়া থেকে সবজি কিনে উলুবেড়িয়ার বাজারে সবজি বিক্রির কাজ করত। বাবা-মায়ের বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদের পর জিৎ খুব আদরেই দাদুর কাছে মানুষ হয়। অল্পদিনেই ভালো ব্যবসার কাজ শিখে যায় সে। ব্যবসার সময় দাদুর বন্ধুরাই বকে বিয়ে করবি বলে মজা করত তার সাথে। তখন থেকেই বিয়ে করার চিন্তা মাথায় চেপে বসে জিৎ-এর। বৃহস্পতিবার রাতে কাজে যেতে না চাওয়ায় রাতে দাদু ভক্তি পাত্র একাই চলে যায়। বাজার থেকে সকালে বাড়িতে ফিরে এসে দাদু নাতি জিৎকে ডাকাডাকি শুরু করেন। সাড়া না পেয়ে জানালা দিয়ে দেখেন জিৎ গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে। তখনই দরজা ভেঙে প্রতিবেশীদের সাহায্যে নামানো হয় তার মৃতদেহ।

নৃত্যভূষণ পুরস্কার পেতে চলেছেন শুভঙ্কর

তুহিনশুভ্র আগুয়ান
নন্দীগ্রাম

ছেলেরা নৃত্যশিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন চিত্র হয়তো খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু সংখ্যার বিচার না করে নৃত্যকে মনের মণিকোঠায় ঠাঁই দিয়ে এবার নৃত্যভূষণ পুরস্কার পাচ্ছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের তরুণ নৃত্যশিল্পী শুভঙ্কর ভৌমিক। শুভঙ্করের এই সাফল্যের কথা জানতে পেরে তাঁর পরিবারসহ খুশি সমগ্র নন্দীগ্রামবাসী। স্কুল জীবন থেকেই নৃত্যশিল্পের প্রতি কেমন একটা যেন আগ্রহ জন্মেছিল শুভঙ্করের। তবে গ্রামে বাড়ি হওয়ায় শুভঙ্করের এই নৃত্যশিল্পের প্রতি আগ্রহকে অন্য চোখে দেখত আর পাঁচটা মানুষ। তখনকার দিনের মানুষের ধারণা ছিল নৃত্যশিল্প কেবলমাত্র মেয়েদের ছারাই সম্ভব। ছেলেরাও যে নৃত্যশিল্পের মাধ্যমে এক অন্য পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তা ধারণা ছিল না তখনকার মানুষদের মধ্যে। ফলে এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন শুভঙ্কর। প্রথমে তিনি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু অনুষ্ঠানে মেয়েদের নৃত্য পরিবেশন করতে দেখেন। এরপর নাচ নিয়ে কেমন যেন আগ্রহ জন্মাতে থাকে তাঁর মনে। এই আগ্রহ তখন সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও প্রস্ফুটিত হয় হাইস্কুলের দরবারে পৌঁছানো মাত্রই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরবার থেকে যখন হাইস্কুলের দরবারে শুভঙ্কর পৌঁছায় তখন বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁকে নৃত্যশিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখাতে থাকেন। এর পর তিনি স্কুলেরই এক নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রথম নৃত্য পরিবেশন করে। তার নৃত্যের প্রতি মুগ্ধ হয়ে স্কুলের এক ভূগোলের শিক্ষিকা তাকে নৃত্য নিয়ে চর্চার পরামর্শ দেন। এরপর থেকেই শুভঙ্করের ধীরে ধীরে নৃত্যকে ভালবেসে শুরু হয় নৃত্যে নিয়ে পথচলা। প্রথমে তমলুকের একনৃত্য শিক্ষিকা কমলিকা চক্রবর্তীর কাছে নৃত্যের হাতেখড়ি হয় শুভঙ্করের। সেখানে প্রায় এক বছর ধরে কত্থক নৃত্য শেখে শুভঙ্কর। এরপর কত্থকনৃত্য ছাড়াও নৃত্যের নানান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহ বাড়ে শুভঙ্করের। তাই তিনি তাঁর এক বন্ধুর পরামর্শে হলদিয়ার এক নৃত্য শিক্ষক গোপাল মাইতির কাছে নৃত্যচর্চা শুরু করেন। এরপর থেকেই নৃত্য নিয়ে সুদূর পথচলা শুভঙ্করের। শুভঙ্কর যে শুধু নৃত্যভূষণ পুরস্কার পেতে চলেছেন তা নয়। এর আগে সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাত্র -যুব উৎসবে তিন বছর ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রথম স্থান অধিকারি করে এসেছেন। শুভঙ্করের এই ধরনের সাফল্যে তাঁর পরিবারের পাশাপাশি এখন উল্লাসে মাতোয়ারা সমগ্র নন্দীগ্রামবাসী। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ওড়িশার কটক শহরে শুভঙ্কর পেতে চলেছেন নৃত্যভূষণ পুরস্কার। তাঁর এই পুরস্কারের কথা শুভঙ্কর চিঠির মাধ্যমে জানা মাত্রই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্বয়ং শুভঙ্কর নিজেই। আনন্দে আত্মহারা শুভঙ্কর জানান, এই পুরস্কার পাওয়ার কথা জানতে পেরে আমার খুবই ভালো লেগেছে। বর্তমানে চাকরি ছাড়াও নৃত্যের মাধ্যমে স্বনির্ভরশীল হওয়া যায়। আগেকার দিনে মানুষের ধারণা ছিল নৃত্য সাধারণ মেয়েরাই করে। কিন্তু এখন এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে বিকাশ ঘটেছে। মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও এখন নৃত্যশিল্পে খ্যাতি অর্জন করছে। সব মিলিয়ে এখন শুভঙ্করের পাশাপাশি আনন্দে আত্মহারা সমগ্র নন্দীগ্রামবাসী। তাঁর এই নৃত্যের প্রতি ভালোবাসা ভবিষ্যতে আরও ছড়িয়ে পড়বে এটাই চান সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলাবাসী। প্রসঙ্গত, উৎকল যুব সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্যোগে বসেছে ২৬তম ইন্ডিয়া থিয়েটার অলিম্পায়াড। সেখানেই শুভঙ্কর পেতে চলেছে নৃত্যভূষণ পুরস্কার।